শতদল

কান্দী রাজ কলেজ ✦ ছাত্র-সংসদ ঃ ২০১৩-১৪

সাধারণ সম্পাদক - তন্ময় কুমার ঘোষ

সহঃ সাধারণ সম্পাদক - কাইজার আহমেদ

-ঃ পত্রিকা সম্পাদক ঃ-

১। অঙ্কুর পান্ডে ২। সহেলী দাস ৩। শুভ দ

বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতা

কান্দী রাজ কলেজ পত্রিকা

শতদল

কান্দী ★ মুর্শিদাবাদ

স্থাপিত ঃ ১৯৫০

ছাত্র সংসদ : ২০১৩ - ২০১৪

তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়ো
পিতামহদের কাহিনী লিখিয়াছ,
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত হত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বজ্র।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত
কথা কও, কথা কও।

বার্ষিক সংকলন : ২০১৩ – ২০১৪

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সাদা-কালো চলচ্চিত্রের সাম্রাজ্ঞী সুচিত্রা সেন। তাঁর উপস্থিতি ওই পর্দার সাদা-কালো রংকেও করে তুলত রঙীন। যিনি হেসে উঠলেই সূর্য লজ্জা পেত, আলোর মুকুটটা তাঁকেই পরাতে চাইত। আজও আপনার শারিরীক অনুপস্থিতি বিন্দুমাত্র নড়াতে পারেনি আপনার স্থান। সকলের মনের মণিকোঠায় আজও আপনার নিত্য আসা-যাওয়া।

।। আমাদের স-শ্রদ্ধ প্রণতি গ্রহণ করুন।।

সৌজন্যে–

ছাত্র পরিষদ পরিচালিত

ছাত্র সংসদ

Adhir Ranjan Chowdhury
Member of Parliament (Lok Sabha)
District Congress Bhawan
P.O. Berhampore, Dist. Murshidabad, West Bengal
Phone : (03482) 257688, Fax : (03482) 274089
Delhi Address :
9th Villa, 14, New Moti Bagh, New Delhi-110023
Phone : 011-2687 0009, Fax : 011-2611 0009
E-mail : adhir@sansad.nic.in

सत्यमेव जयते

অধীর রঞ্জন চৌধুরী
সদস্য সংসদ, লোকসভা
জেলা কংগ্রেস ভবন
পো. বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : (০৩৪৮২) ২৫৭৬৮৮, ফ্যাক্স : (০৩৪৮২) ২৭৪০৮৯
দিল্লি ঠিকানা : ৯ ভিলা, ১৪, নিউ মোতিবাগ
নয়া দিল্লি - ১১০০২৩
ফোন : ০১১-২৬৮৭ ০০০৯, ফ্যাক্স : ০১১ ২৬১১ ০০০৯

Date 14.12.2014.

Memo No. 116/P/BER/14

Message.

I am glad to learn that CHHATRA SAMDAD, Kandi Raj College is going to bring out the Annual Patrika "SATADAL".

I hope that this will be an organ of preaching the message of equality, liberty and fraternity - equality in every sphere of life, liberty of thoughts and actions and fraternity for the growth of universal brotherhood, the crying need of the day.

I wish for every success of the Souvenir.

To
Shri Tanmoy Ghosh,
General Secretary,
Chhatra Samsad,
Kandi Ráj College,
Post Kandi,
Murshidabad.

(Adhir Ranjan Chowdhury).

Adhir Ranjan Chowdhury
Member of Parliament
(Loksabha)

শিলাদিত্য হালদার
সভাধিপতি

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ
বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ
পিন-৭৪২১০১

Shiladitya Halder
Sabhadhipati

Murshidabad Zilla Parishad
Berhampore, West Bengal
Pin-742101
Phone : 03482-251653 (Office)
250481 (Resi) / Fax : 257441

Memo No. .....

Date 14/12/14

Message.

I am glad to learn that CHHATRA SAMDAD, Kandi Raj College is going to bring out the Annual Patrika, Satadal.

I hope that this will preach the message of high values of life and culture and will rise to the occasion to cater to the crying need of the society for maintaining social cohesion and social solidarity.

I wish for every success of the Souvenir.

To
Shri Tanmoy Ghosh,
General Secretary,
Chhatra Samsad,
Kandi Raj College
Post Kandi,
Murshidabad.

(Siladitya Halder).

Shiladitya Haldar
Sabhadhipati
Murshidabad Zilla Parishad

APURBA SARKAR
Member,
West Bengal Legislative Assembly

P.O. : Kandi
Dist. : Murshidabad
Ph. : 03484-255759 (R)
M. : 9434336091
e-mail : sarkar.apurba.sarkar@gmail.com

Date .....

-ঃ শুভেচ্ছাবার্তা ঃ-

কান্দী রাজ কলেজের ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে **"শতদল"** এবারও প্রকাশিত হচ্ছে জেনে খুশি হলাম। সাহিত্য - সংস্কৃতির আঙিনায় ক্ষুদে শিল্পী থেকে সাহিত্যে ঋদ্ধ পটু সকল লেখনীর সংমিশ্রণে এক অনুপম পটভূমিকা প্রতিফলিত হোক। মঙ্গলময় সৃজনশীল মানসিকতার জয়, দিকে দিকে ধ্বনিত হোক আগামীর ধরাতলে, এই কামনা করি।

২২/১২/১৩.

(অপূর্ব সরকার)
বিধায়ক, পঃ বঃ বিধানসভা

Ph : (03484) 255230
KANDI RAJ COLLEGE
(Govt. Sponsored)
Kandi • Murshidabad • PIN - 742137 (W.B.)

শুভেচ্ছা

এক বিপন্ন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে আজকের সমাজ, –একদিকে অবক্ষয়িত মূল্যবোধ, বিকৃত চেতনা, অবিশ্বাস এবং সন্দেহ, অন্যদিকে তারই মধ্যে সুস্থ সমাজ গঠনের স্বপ্ন, –যে স্বপ্নচারিতা শুধুমাত্র তরুণ প্রজন্মের পক্ষেই সম্ভব। **"শতদল"** সেই স্বপ্নেরই প্রতীক।

ভাবাকুসমসঙ্কাশ মহাদ্যুতিময়

আশার আলোয় অভিস্নাত হোক **"শতদল"**। স্বপ্ন সার্থক হোক।

(সুস্মিতা ঠাকুর)
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা ও সভাপতি
কান্দী রাজ কলেজ, ছাত্র-সংসদ

সুস্মিতা ঠাকুর (অধ্যক্ষা)
সভাপতি, ছাত্র সংসদ

তন্ময় কুমার ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক

কাইজার আহম্মেদ
সহঃ সাধরণ সম্পাদক

ইউসুফ চাঁদ
সহঃ সভাপতি

তাজ মহম্মদ
উপদেষ্টামন্ডলী

শ্রীমন্ত দাস
উপদেষ্টা মণ্ডলী

সৌমিত সিনহা
সাংস্কৃতিক বিভাগ

সোনারুল সেখ
সাংস্কৃতিক বিভাগ

আব্বাস আলি
সাংস্কৃতিক বিভাগ

দেবশঙ্কর মণ্ডল
সাংস্কৃতিক বিভাগ

উদয় নারায়ণ পাল
নবীন বরণ বিভাগ

অঙ্কুর পান্ডে
পত্রিকা সম্পাদক

সহেলী দাস
পত্রিকা সম্পাদক

শুভ দাঁ
পত্রিকা সম্পাদক

আলেপ সেখ
ক্রীড়া বিভাগ

দেবব্রত দে
নবীন বরণ বিভাগ

আনন্দ মণ্ডল
ক্রীড়া বিভাগ

সাবির আহমেদ
ক্রীড়া বিভাগ

বাপন মণ্ডল
ক্রীড়া বিভাগ

অভিষেক মণ্ডল
এডফান্ড সম্পাদক

দীপঙ্কর ঘোষ
নবীন বরণ বিভাগ

গোলাপ চাঁদ সেখ
নবীন বরণ বিভাগ

আশিষ বড়াল
রিডিং রুম

মুমতাজ আলম
রিডিং রুম

কর্ণ মণ্ডল, বুক ব্যাঙ্ক

॥ সূচীপত্র ॥

কবিতা	কবি	পৃঃ
এ কেমন স্বাধীনতা	দীপিকা ঘোষ	১
জীবন মরণ	অরুনা খাতুন	১
প্রভাত	সঞ্জয় দাস	২
আমরা জানি না	অমিত কর	২
আমার প্রতিজ্ঞা	মাহ্‌ফুজ হাসান	২
সোনার বাংলা	সুপ্রভা দত্ত	৩
চেষ্টা করো	সাহাজউদ্দিন সেখ	৩
জোর	মহঃ গোলাম হামজন	৩
তোমার জন্য	মৌমিতা দত্ত	৩
প্রিয়তম	রত্না খাতুন	৪
নারী	সুলতানা নাইমুন কবীর	৪
আমাদের ম্যাগাজিন	অনিন্দিতা চ্যাটার্জ্জী	৪
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ	জেসমিনা খাতুন	৪
আমার কবিতা	রণবীর মুখার্জ্জী	৫
আমার সাধ	কেয়া দাস	৫
এ পৃথিবী তোমার আমার	সুস্মিতা গাঙ্গুলী	৫
আমার অনিবার্য মুত্যু পরিণতি	শুভম দত্ত	৬
কল্পনার বেড়াজাল	ইন্সিতা দে	৬
কন্যাশ্রী	নূপুর আজিজ	৬
এ কেমন সৃষ্টি	তনুশ্রী ব্যানার্জ্জী	৬
ক্ষণ প্রজন্ম	সুভম দাস	৭
শ্রী	অনিমেষ মণ্ডল	৭
জয় মা দুর্গা	সৌরভ সেখ	৭
প্রাধান্য	মহঃ গোলাম হামজা	৮
প্রশ্ন	ইমরান	৮
যদি দেশের নেতা হতাম	আলামিন সেখ	৯
তুমিই সেরা	অতনু রায়	৯
কৃষক	আলামিন সেখ	১০
প্রশ্নের মুখে	তন্দ্রা মুখার্জী	১০
মন্দ কপাল	প্রীতম মিশ্র	১১
তোমার অপেক্ষা	শুভম দাস	১১
বর্ষারানী	বর্ষারানী	১১
আঠারোর মান	দেবযানী মণ্ডল	১২
বন্ধুত্ব	গণেশ চন্দ্র ঘোষ	১২
কলঙ্কিত সমাজ	অভিজিৎ দে	১৩

কবিতা	কবি	পৃঃ
মানুষ	মোনালিসা রায়চৌধুরী	১৩
নিম্নশ্রেণী	চন্দন দাস	১৪
মা	চিন্তা ঘোষ	১৪
স্বাধীনতার উত্তরণ	মৃন্ময় ঘোষ	১৫
একটু জলের আশা	সায়ন কুমার পাল	১৬
লেখা ও পড়া	মধুরিমা সাহা	১৬
সমাজ	অতনু রায়	১৭
শিরোনামহীন	ইন্দ্রনীল ব্যানার্জ্জী	১৭
মানবতাবাদ	অভিজিৎ দাস	১৭
নিয়তির পরিহাস	অমিত রাজবংশী	১৮
আনন্দ চাই	অনুপম দত্ত রায়	১৮
এ কেমন সৃষ্টি	নুরুল ইসলাম	১৮
ধর্মত্যাগী তরুণী	মহঃ গোলাম হামজা	১৯
বর্তমান	উদয়ভানু শীল	২০
সাথীহারা বেদনা	নুরুল ইসলাম	২১
আমি এক মেয়ে	তিতাস মেহেজুবিন	২১
বন্ধুত্ব	ঈশিতা চৌধুরী	২২
আশা	জয়ন্ত ঘোষ	২২
Missing the Spring Time	Chandrima Roy	২৩
My World	Priyantan Ghatak	২৩
The Visible God "Tendulkar"	Kushal Roy	২৪
To State the State of the State	A.K. Dutta Roy	২৫
মূর্খ ভারত নয়, ভারতবাসী	বাপ্পাদিত্য কর্মকার	২৬
পথের শেষে	নন্দিতা অধিকারী	২৭
একটি গোলাপের আত্মকথা	মৌমিতা চ্যাটার্জী	২৭
সঙ্গ নিও	হরষিত ঘোষ	২৮
কলেজের দিনগুলো	মৌমিতা চ্যাটার্জী	২৯
ফসিল্ ভেবে নয়	কার্ত্তিক চন্দ্র মণ্ডল	৩০
বিষয়	**লেখক**	**পৃঃ**
সীমার মাঝে অসীম তুমি	অমিতাভ গুপ্ত	৩১
বাজাও আপন সুর	রাজ ভাস্কর	৩২
মর্মান্তিক দূর্ঘটনা	শতাব্দী সাহা	৩৩
অসমাপ্তি		

বিষয়	লেখক	পৃঃ
অবুঝা মন	পুষ্পিতা দাস	৩৫
অমাবস্যা রহস্য	শান্তনু লোহো	৩৭
চাতক	সৌরভ মণ্ডল	৪১
ভৌতিক কান্ড	দীপ্তেশ রায়চৌধুরী	৪৫
না বলা কথাটা	রওনাক জাহান	৪৭
আজকের এই সভ্য সমাজের মানসিকতা	নিয়াজুন বেগম	৫১
অর্ঘ্যের ভালোবাসা	মধুমিতা রায়	৫৩
অন্তহীন অপেক্ষা	অনিন্দিতা সিন্‌হা	৫৭
দেশী ও বিদেশী শাসক	নিত্যানন্দ কোণাই	৫৯
স্বামীজির চিন্তাভাবনায় নারী শক্তি, শিক্ষা ও জাগরণ	মৃন্ময় ঘোষ	৬০
ক্রিকেটের ভগবান	দীপ্তেশ রায়চৌধুরী	৬২
My Vision About Indian Women	Prajna Pramanik	৬৪
Science Vs Vivekananda	Ayaan	৬৬
স্বাধীন দেশেই 'স্বাধীনতা' –এখন কেমন	অধ্যাপক আব্দুল জামান নাসের	৬৭
একটু জেনে নিই	সুলতানা নাইমুন কবীর	৬৯
হাসির চুটকী	ইন্দ্রজিৎ পাল	৭০
জোক্‌স	সঞ্জয় দাস	৭১
জানলে অবাক হবে	মাহ্‌ফুজ আলম	৭২

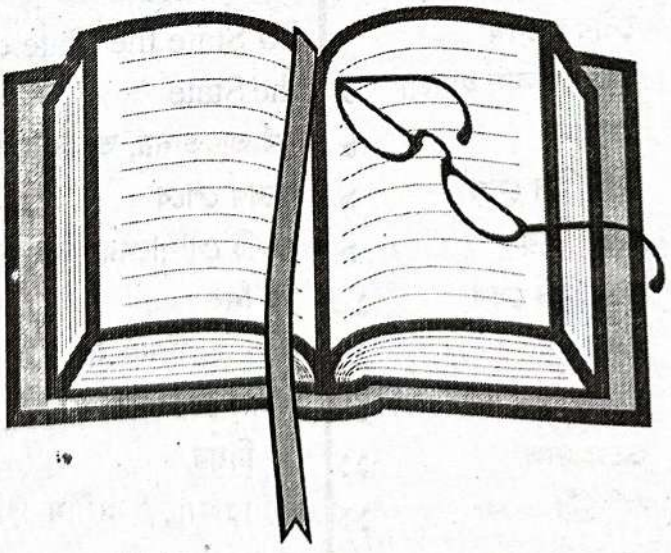

কবিতা

এ কেমন স্বাধীনতা

দীপিকা ঘোষ (বি.এ, প্রথমবর্ষ) বাংলা সাম্মানিক

সবাই বলে আমরা স্বাধীন
একটু ভেবে দেখো দেখি,
আমরা সত্যি স্বাধীন !
নাকি স্বাধীন নামের
মোড়কে মোরা আমরা !
আর প্রায় শুনি,
ধূ নির্যাতন, নারীকে অসম্মান।
একটি মেয়ে, সে কখন স্বাধীন ?
শশবে ? যৌবনে ? নাকি বৃদ্ধ বয়সে ?
শশবে পিতা নামক একটি পুরুষ।
যৌবনে স্বামী নামক একটি পুরুষ।
আর বৃদ্ধ বয়সে ছেলে নামক একটি পুরুষ।
একটি মেয়ের সর্বত্র জীবন পুরুষ শাসিত।
একটু ভেবে দেখো দেখি,
আমরা কোথায় স্বাধীন ?
১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট
নাকি আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম,
না আজো আমরা হৃদয় থেকে না হলেও উপরোক্ত
পালন করি,
লাক দেখানি একটা সেলুট ও করি।
কিন্তু, এ কেমন স্বাধীনতা ?
এই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য কী
যে বিপ্লবী সংগ্রাম করেছিল
যে বিপ্লবী আত্মহত্যা করেছিল !
এখনও আমরা গর্ব করে বলি
আমরা স্বাধীন।
কিন্তু একটু ভেবে দেখো দেখি
আমরা কী সত্যি স্বাধীন !

জীবন-মরণ

অরুনা খাতুন (বি.এ, তৃতীয়বর্ষ)
সংস্কৃত সাম্মানিক

যুগ যুগ ধরে আসছে চলে জীবন-মরণ
বাঁচার ইচ্ছা সবার থাকে সারা জীবন।
কেউ কী আর বাঁচতে পারে যুগ যুগ ধরে....
সবাই যদি থাকত বেঁচে,
আমরা আসতাম কী করে ?
তার পৃথিবী, মোর পৃথিবী, পৃথিবী সকলের
আমরাও জানি চলে যাব স্বর্গের কোলে।
আমরা যখন চলে যাব এই পৃথিবী ছেড়ে,
কেউ কী আর মনে রাখবে সব সময় ধরে।
আমাদের যারা পূর্ব-পুরুষ আছে ঐ দুনিয়ায়
তাঁদের কে স্মরণ করে থাকি কী উদাস সব সময় ?
এই ভাবেতে আমরা যখন ছেড়ে চলে যাবো
কে, আমাদের মনে রাখবে তোমরা এবার বলো ?
মনে রাখবে ইতিহাস, মনে রাখবে বই।
ভালো কাজ করে গেলে সবার মাঝে রই।
দেশের জন্য যাঁরা হয়েছেন শহীদ,
তাঁদের কে আমরা সব সময় করি মহিত !
এই ভাবেতে ভালোকাজ করতে হবে আমাদের...
আসবে যারা তাদের কাছে রইতে হবে মোদের।

"ধৈর্য তিক্ত, কিন্তু ফল সুমিষ্ট।"
- রুশো।

প্রভাত

সঞ্জয় দাস (বি.এ, দ্বিতীয়বর্ষ, ভূগোল সাম্মানিক)

সুন্দর তোমার আবির্ভাব
সূর্য উদিত হওয়া, পাখীর কলরবে,
আলত ছোঁয়ার মাধ্যমে।

সুন্দর তোমার প্রকৃতি-
নতুন আলো, বাতাস, স্বল্পতেজ,
পরিমলতার মাধ্যমে।

সুন্দর তোমার প্রভাব-
সকল কিছু বেড়ে ওঠা, সৃষ্টি হওয়া,
মনোরমতার মাধ্যমে।

সমাপ্ত তুমি সূর্যতেজে।।

আমার প্রতিজ্ঞা

মাহ্‌ফুজ হাসান (বি.এস.সি, প্রথমবর্ষ)

আমি নই কোন শিল্পী, নই কোন কবি
আমি আঁকছি শুধু কালির তুলিতে
অবহেলিত মানুষের ছবি।
যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে চল্‌ছে এই ধরা
বর্তমানের বিচারে আজ তারাই সর্বহারা।
আমি গাইছি তাদের গান
আমি শোনাচ্ছি তাদের কথা।
অশ্রু আমার পড়িছে ঝরিয়া
দেখিয়া - তাদের ব্যাথা।
আমি গাইবো তাদেরই গান
আমি বলবো তাদেরই কথা
যতদিন না ধরণীর বুকে আসিবে মানবতা।

আমরা জানি না

অমিত কর (বি.এস.সি, তৃতীয়বর্ষ)

আমরা জানি না
কবে হয়েছিল বিশ্বপ্রকৃতির শুভ উদ্বোধন
আমরা জানি না
কবে নিভে যাবে পৃথিবীর প্রাণ-প্রদীপ
আমরা জানি না
হিমালয়ের অস্তিত্ব কবে যাবে মুছে
আমরা জানি না
ইতিহাস কবে ত্যাগ করবে শেষ নিঃশ্বাস
আমরা জানি না
মানবিকতা থাকবে কি না মানুষের মনে
আমরা জানি না
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে কিনা
আমরা জানি না
'প্রকৃতি' শব্দটি থাকবে কিনা সৃষ্টির পাতায়
আমরা জানি না.
প্রাণীকুল কবে হয়ে যাবে নিঃশেষ
আমরা জানি না
কবে গুনবে পৃথিবী ধ্বংসের প্রহর
হয়তো এভাবেই সব মুছে যাবে
শেষ হবে প্রশ্নের সহজ সমাধান
নতুন পৃথিবী এভাবেই হবে সৃষ্টি
উনি হয়তো ভেবেছেন সেটাই।

সোনার বাংলা

সুপ্রভা দত্ত (বি.এ, প্রথমবর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

ও আমার সোনার বাংলা
অপরূপ তোমার রূপ
তোমার রূপেতে মুগ্ধ আমি
গর্বে ভরে ওঠে বুক।
সুগন্ধি ফুল রকমারি ফল
দারুন দৃশ্য ঝরনার জল
নীল আকাশ মলয় বাতাস
মনে যেন লাগে দোলার আভাস
আহা মরি তোমার বাংলা ভাষা
তোমার প্রতি আমার চির ভালোবাসা।
বারো মাসে আসে তেরো পার্বন
বাঙালি জানাই সাদর আমন্ত্রণ,
অন্তিমকালে বলে যাব আমি
আবার যেন ঘুরে আসি
আমার এই বাংলার বুকে।

জোর

মহঃ গোলাম হামজন (বি.এস.সি, দ্বিতীয়বর্ষ)

তোমার জোর আছে বলছ ?
গায়ের জোরে সবকিছু কী আর হয় ?
লম্বা হলেই কী আকাশ ছোঁয়া যায় ?
বনের পশুর জোরও তো কম নেই
তবু মানুষের বসে।
আকাশ সীমানা প্রায়ই স্পর্শ করে
রকেট - জেট - বিমান।
জোর থাকলেই হয় না
লম্বা হলেই হয় না, বুঝালে ?
চাই বুদ্ধির দরকার।

চেষ্টা করো

সাহাজউদ্দিন সেখ (বি.এ, দ্বিতীয়বর্ষ)

শ্রেষ্ঠ মায়ের দুষ্টু ছেলে
চেষ্টা যদি করো।
দেখবে তুমি পারবে সবই
সাহস যদি করো।
এই কাজ ওই কাজ
সকল কাজই দৃঢ়।
এ জগতে চেষ্টা ছাড়া
কে বা আছে বড়ো।

তোমার জন্য

মৌমিতা দত্ত (বি.এস.সি, প্রথমবর্ষ)

দূরন্ত এক নদীকে তুমি
এক নিমেষে করলে শান্ত।।
তুমি যে এতো আপন হয়ে উঠবে
তা কে জানতো ?
জীবনের শেষ থেকে শুরু
সবকিছুই তোমায় নিয়েই শুরু।।
ঝরনাধারা ও পাহাড় পেরিয়ে
আজ এ মনের দুয়ারে
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো হঠাৎ এসেছো কূলে।
এমনে যার ছবি একবার যায় গেঁথে
জানি শুধু জীবন মরণে সেই থাকে গো সাথে
তুমি এসে বদলে দিলে
এ জীবনের মানে।
তুমি যে আমার কী
শুধু এই মনই জানে।
সকালে ওঠা সূর্যের মতো পবিত্র তোমার মন
তুমি এসে রাঙিয়ে দিলে আমার এ জীবন।

প্রিয়তম

রত্না খাতুন (বি.এ, তৃতীয়বর্ষ)

এসেছিলে তুমি আমার জীবনে নীরবে নিঃশব্দে
বন্ধ দুয়ারের দরজা খুলে, ভালোবাসার শান্ত শীতল
বাতাস নিয়ে কখন কীভাবে জানিনা
মনেরই অবচেতনে ভালোবেসেছিলাম তোমায় ও প্রিয়তম।
ধমনীর প্রতিটি রক্তকণায় অনুভব করতাম তোমাকে
শয়নে স্বপনে আমার সবটুকু জুড়েছিলে শুধু তুমি।
গভীর প্রত্যাশায় বাড়িয়েছিলাম হাতদুটি
উন্মুক্ত বাহুডোরে ধরতে চেয়েছিলাম তোমায়
কিন্তু তুমি ধরা দাওনি
নীরবে এসেছিলে চলে গেছ নীরবে।
বন্ধ চোখে আনমনে কত কথা বলি তোমার সঙ্গে।
অবুঝ এ মন কিছুতেই বোঝে না তুমি আমার নও
কখনও আমার ছিলেনা।
ধুমকেতুর মতো এসেছিলে ক্ষণিকের সাথি হয়ে
চলে গেছ মন ভেঙ্গে, বুকের তৃষ্ণা বাড়িয়ে।
আশা নেই, তবু নিরাশায় আছি পথ চেয়ে
ফিরে এসো সেই পথ বেয়ে।

'আমাদের ম্যাগাজিন'

অনিন্দিতা চ্যাটার্জ্জী
(বি.এ, তৃতীয়বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

রাজ কলেজের ম্যাগাজিনের নামটি 'শতদল'
কলেবর তার সৌরভেতে অতি সমুজ্জ্বল।।
ছোট গল্প, প্রবন্ধ, আর নানান ছড়া
হাসি, চুটকির গল্পে আছে ম্যাগাজিনটি ভরা।।
এরই মাঝে লেখা আছে মনীষীদের কথা ;
আগামী দিনের দেশ গঠনের সফলতার বার্তা।।
আমরা খুশি পেয়ে মোদের ম্যাগাজিন 'শতদল',
রাজ কলেজের গর্বে মোরা গর্বিত তারই 'ছাত্রদল'।।

নারী

সুলতানা নাইমুন কবীর
(বি.এ, প্রথমবর্ষ, সংস্কৃত সাম্মানিক)

আমি কী মাটির পুতুল ?
ভাঙবি আর গড়বি।
আমি কী তোর ঠান্ডা বিছানার বালিশ ?
যখন চাইবি জাপটে ধরবি।
আমি কী বাজারের পন্য ?
যখন তখন হাত বদল।
আমি অবাক কিছু ?
আমাকে একা দেখেই মন পাগল।
আমি কী তোর গায়ের চাদর ?
শরীর গরমে আমাকে চাই।
আমি কী খেলনা শুধুই ?
খেলা শেসে একমুঠো ছাই।
আমি নারী, প্রকৃতি সৃষ্টির।
আমি মা, অন্তর দৃষ্টির।
আমি বোন, রাখী বন্ধনে।
আমি স্ত্রী, শয়নে-স্বপনে।
আমি স্ত্রী, ভাগিদার তোমার দুঃখের,
আমি বন্ধু, পথ দিশা তোমার সুখের।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

জেসমিনা খাতুন (বি.এ, প্রথমবর্ষ)

২৫শে বৈশাখ জন্ম নিলে
রবি, মায়ের কোলে
চিনবে সবাই এই রবিকে
রবি ঠাকুর বলে
নোবেল জয়ী সেই রবি
ইনিই বিশ্ব কবি
ঠাকুর বাড়ির রবীন্দ্রনাথ
সবার প্রিয় কবি।

আমার কবিতা

রণবীর মুখার্জ্জী (বি.এ, তৃতীয়বর্ষ)

আমার কবিতা নয় কিছু দুর্মূল্য,
আমার কবিতা নয় কারো প্রয়োজনীয়,
আমার কবিতা নয় সবার জন্য,
আমি হলাম এক নতুন কবি ;
লিখি শুধু অন্তরের ছবি,
হয়তো নেই তাতে কোনো নতুনের রবি,
হয়তো পাবে না কোনো সুরভী,
তবুও বলতে পারি সে তো আমার,
আমার সৃষ্টি বলে নেই আমার গর্ব
কিন্তু, সে আমার বলে রয়েছে আমার দম্ভ,
আমি এক নতুন কবি ;
আমার কবিতা পড়ে না লোকে,
বলে সবাই, সে না কি অযোগ্য,
আমার কবিতায় দেয় না কেও মূল্য,
বলে সবাই, সে তো এক অ-মূল্য,
আমার কবিতায় পায় না স্বাদ,
বলে সবাই, সে না কি বিস্বাদ,
তবুও, সে তো আমার,
আমার কবিতা আমার কাছে দুর্মূল্য,
আমার কবিতা আমার কাছে নতুন শতকের আশিষ তুল্য,
সে তো সবার জন্যে নয়, সে শুধু আমার.....

আমার সাধ

কেয়া দাস (বি.এ, প্রথমবর্ষ, ভূগোল সাম্মানিক)

পাখি হয়ে উড়বো যখন নীল আকাশের মাঝে,
দেখতে পাবে তুমি আমায় নিত্য সকাল-সাঁঝে।
মাছ হয়ে রইবো যখন নীল সাগরের নীরে,
দেখবে আমি করছি খেলা জলের ধারে ধারে।
তারা হয়ে জ্বালবো যখন দূর আকাশের মাঝে,
দেখতে আমায় ভুলোনা গো প্রতি সন্ধ্যা-সাঁঝে।
বৃক্ষ হয়ে আমি যখন করবো ছায়া দান,
গ্রীষ্মকালে শীতল ছায়ায় জুড়িয়ে দেবো প্রাণ।
বৃষ্টি হয়ে ঝড়বো যখন ভিজবে তোমার মন,
ভালোবাসায় রাঙিয়ে উঠবে তোমার জীবন।
শরতের ওই মেঘ হয়ে যখন ভাসবো আকাশ মাঝে,
দেখবে তখন দুগ্গাঠাকুর নতুন রূপে সাজে।
কাশফুল হয়ে যখন নাড়বো আমার মাথা,
আমায় দেখে ভুলবে তুমি তোমার সকল ব্যাথা।।

এ পৃথিবী তোমার আমার

সুস্মিতা গাঙ্গুলী

পৃথিবী থেকে অনেক বড়,
তার মধ্যে আমরা অতি নগন্য,
এই যে আকাশ, বাতাস, সূর্য, চাঁদ
সবই তার মধ্যে পড়ে।
আর তার মধ্যে আছ আমরাও
পৃথিবীর মধ্যে বাধা পড়ে গেছি আমরা
বেরোবার কোনো রাস্তা নেই,
কারণ এই পৃথিবীর মধ্যেই আছে প্রচুর ভালোবাসা
সেই ভালোবাসা ত্যাগ করে যাওয়া
আমাদের পক্ষে অসম্ভব
তাই তো বলছি যত দুঃখ কষ্টই হোক না কেন,
এ পৃথিবীতে থাকার চেষ্টা করো।

আমার অনিবার্য মৃত্যু পরিণতি

শুভম দত্ত (বি.এ, তৃতীয়বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

আমার হৃদয়ের যত কথা আজ মন বলতে চায়
সবকিছু হয়নি বলা, আজও কিছুটা বাধা পায়।।
থাকো তুমি অনেক দূরে, আমি বড় একা
এইভাবে কেটে যায় জীবন, আজও ব্যর্থতায় ঢাকা।।
কবে তুমি আসবে আমার কাছে দিন গোনে মন
কবে বলবে তুমি আমায় আপনজন।।
কষ্ট হয়তো পাচ্ছি আমি তোমার কথা ভেবে
তবুও তোমায় রাখব সুখে এটা জেনে রেখে।।
হয়তো তোমায় কোনো ভুলে দিয়ে ফেলি হাজারো আঘাত।
বিশ্বাস তুমি রাখতে পারো, ছাড়বো না কোনোদিন তোমার হাত
বুকের মাঝে রাখব তোমায়,
তোমার কথা ভাবতে ভাবতে দিন কেটে যায়।।
সত্যিই কী ভালোবাসায় এমনটা হয়
না কিছুদিন ব্যর্থ সময়, প্রেম তার অভিনয়।।
সত্যি কী মিথ্যা, জানিনা ভালোবাসার অনুভূতি
যদি সত্যিই ব্যর্থ হই, জেনে রেখো তুমি–
"আমার অনিবার্য মৃত্যু পরিণতি"।।

কল্পনার বেড়াজাল

ইন্সিতা দে (বি.এ, প্রথমবর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

তোমায় বরণ করব বলে
হাতে বরণডালা আছি নিয়ে
বসে আছি অপেক্ষা করে
তোমার আশায় পথ চেয়ে।
তোমার জন্য বুকের আগুনে
প্রদীপ জ্বেলে রেখেছি
তোমার জন্য কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে
মনেতে ফুল ফুটিয়ে রেখেছি।
তুমি শুধু থাকবে বলে
মনেতে রাজ প্রাসাদ গড়েছি
তোমাকে খুশি রাখার জন্য
নিজের দুঃখ চেপে মুখে হাসি রেখেছি।
কিন্তু সেই তুমি এলে না কাছেতে।
পারলাম না তোমায় বরণ করতে।
আশায় আশায় রাজপ্রাসাদ বানিয়ে
ভেঙ্গে গেল একটি শব্দ দিয়ে।
আশার মধ্যে খুঁজে পেলাম নিরাশা
আর হাহাকার বুকে ব্যর্থ ভালোবাসা।।

কন্যাশ্রী

নূপুর আজিজ (বি.এ., প্রথমবর্ষ)
ভূগোল সাম্মানিক

নারী মানেই সৃজনশীলা, নারী মানেই স্বপ্ন
নারীর কাছেই আমরা পাই স্নেহ আর যত্ন।
নারীর কর্মে, নারীর ধর্মে নেই কো কোনো ভ্রান্তি
কন্যাশ্রী প্রকল্প এ আনবেই সমাজের মধ্যে শান্তি।
মেয়েদের উন্নতি কল্পে শুরু হয়েছে কন্যাশ্রী,
যার ফলে বৃদ্ধি পাবে মেয়েদের শ্রী।
নারীর হাতেই হবে অশুভ শক্তির পরাজয়
কন্যাশ্রী প্রকল্পে নারীর হোক জয়।।

এ কেমন সৃষ্টি

তনুশ্রী ব্যানার্জী (বি.এস.সি., তৃতীয়বর্ষ)
ভূগোল সাম্মানিক

হে ভারতবর্ষ, তোমার বক্ষে
আমরা সকল ভারতবাসী,
আমরা তোমাকে ভালোবাসি,
একই রকম প্রাণ, একই রকম রক্ত,
তবুও কেন পরস্পরের মধ্যে এত যুদ্ধ
তবুও কেন এত উচ্চনীচ ভেদাভেদ
সৃষ্টি হওয়া জাতিভেদ।

ক্ষণ প্রজন্ম

সুভম দাস (বি.এস.সি, প্রথমবর্ষ)

লইয়াছ জন্ম, ক্ষণ প্রজন্ম
মিটিবে তব সুর
প্রেমের তুল্য মূল্য নাহি
আর হৃদয়ের তুল্য ধন্
দিপ্ত সূর্যর প্রকাশ্য আলো
ক্রমহাসমান সময়
জীবন বড় নিঃপ্রয়োজনীয় দ্রব্য
থাকিবে শুধু মন।

স্বপ্নকে তাড়া করিসনে তুই
স্বপ্নতো দেয় ফাঁকি
ইচ্ছের সাগরে ডুবিসনে তুই
জীবন থাকিতে বাকি
পরিশেষটা অংশের মধ্যে
ধ্বংশের মধ্যে কান্না
ধরিত্রি জুড়িয়া রইয়াছিস তুই
স্বপ্ন ছাড়িয়া যাক না।

বৃন্দের মধ্যে অন্ধের মন
ভক্তির মধ্যে শক্তি
ব্যক্ত করুক সময়কে আজি
আত্মাকে দাও মুক্তি
ওহে ও ক্ষণ প্রজন্ম
সময়কে দাও ছাড়িয়া
সমস্তকে তুমি সিদ্ধ করিবে
আপন জ্ঞান হারাইয়া

আজি এই আমন্ত্রণ
করি নিবেদন
শুরুর নাহি অন্ত
জীবন, বড় নিঃপ্রয়োজন।

জয় মা দুর্গা

সৌরভ সেখ (বি.এ, প্রথমবর্ষ)

দুর্গা মা তুই জন্ম দিলি কারে
গণেশ যে তোর ছেলে
দেবতা হয়ে হাতির মাথা
রইলো কেমন করে ?

যার ভরসায় জ্ঞানী হলেন
মূর্খ কালি দাস
তোর মেয়ে যে সরস্বতী
কোন কলেজে পাশ ?

কার্ত্তিক যে মিলিটারির
ট্রেনিং কোথায় পেলো ?
তার দিদি কেমন করে
ধনের মালিক হলো ?

শ্রী

অনিমেষ মণ্ডল (বি.এস.সি, তৃতীয়বর্ষ)
ইংরেজী সাম্মানিক

অদ্ভুত এই মায়াবী সন্ধ্যায়,
ধরণীর এই একাকী নির্জনতায়,
জোনাকি পোকার আধো আলোয়,
এসেছ তুমি মোর কল্পনায়।
গানের ঝর্ণাতলায় দাঁড়িয়ে,
রিনিঝিনি সুর বাজছে কানে।
হাসনুহানার মিষ্টি গন্ধে,
শুধু তুমি আর আমি নীরবে।
একে অপরের নয়নে চেয়ে,
তোমার হাতে হাতটি রেখে,
অনুভূতিগুলি দিচ্ছে ধরা।
তা দেখে হাসছে ঐ তরুলতা,
সদ্য বৃষ্টিস্নাত হয়ে,
পূর্ণশশীর আলিঙ্গনে,
যেন বলছে,
এই তো সময় কাছে আসার,
এই তো সময় ভালোবাসার।।
তোমার চোখের ঐ নীল নীলিমায়,
হারাতে চাইছে, আমার মন পাখি,
রামধনুর রঙীন ছোঁয়ায়,
গহীন রাতের স্বপ্ন আঁকি,
মোর ভোরের স্বপ্ন তুমি,
স্বপ্নের মতই ভালোবাসি।।

প্রাধান্য

মহঃ গোলাম হামজা (বি.এস.সি, দ্বিতীয়বর্ষ)

একটা কবিতা লিখেছিলাম
ছোট্ট বেলায় শখে,
একটা কবিতা লিখেছিলাম
ছাপায়নি প্রতারকে।

একটা কবিতা লিখেছিলাম
প্রেমপত্র তোমাকে নিয়ে,
একটা কবিতা লিখেছিলাম
ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা দিয়ে।

একটা শখে একটা জ্বালায়
দুটো কবিতায় গেছি ভুলে ;
এখন লিখি হাজার কবিতা
মনের দরজা খুলে।

দেবী সরস্বতী দিয়েছেন মতি
কবিত লেখার জন্য।
পাঠক-পাঠিকা প্রেরণা জোগায়
শ্রোতার দেয় প্রাধান্য।

জানি জানি অমার লেখনী
ভালোবাসে এই দেশ,
তাইতো আজ লেখনীর মাঝে
আমার মনোনিবেশ।

প্রশ্ন

ইমরান (বি.এ, দ্বিতীয়বর্ষ)

মাগো আমার কতকগুলি প্রশ্ন আছে মনে,
উত্তর যদি না পাই মা চলে যাব বলে।
বল দেখি মা সূর্য মামা এত আলো কোথা থেকে পেল
চাঁদ মামাই বা দিনের বেলা কোথায় চলে গেল ?
রাতের বেলা এত তারা কোথা থেকে আসে ?
মজার কথা শুনলে পরে সবাই কেন হাসে ?
মেঘ আমাদের কাছে থাকে আকাশ কেন ফাঁকা ?
আজকের দিনে সবকিছুতে লাগে কেন টাকা ?
নিজের জন্য ভাবে সবাই পরের জন্য নই,
রাত্রি বেলায় একা থাকলে লাগে কেন ভয় ?
বর্ষার এত জল মা গো কোথায় এখন আছে ?
খুশি হলে ময়ূর কেন পেখম তুলে নাচে ?
পৃথিবীতে এত মানুষ, সবাই কেন ভিন্ন ?
সামান্ন কিছু কথার জন্য পরিবার হয়ে যায় কেন ছিন্ন ?
কাকটা কেন কালো মাগো বকটা কেন সাদা ?
ভাল কাজ করতে গেলে সবাই দেয় কেন মা বাধা ?
উপর দিকে যাই বা ছুড়ি নিচে কেন পড়ে ?
ডাবের ভেতর এত জল মা কে দিয়ে যায় ভরে ?
ফুলটা এত সুন্দর কেন মা ? ফল পাকলে কেন হয় মিষ্টি ?
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা কে করেছেন সৃষ্টি ?
লঙ্কা কেন ঝাল মাগো, তেঁতুল কেন টক ?
এইসব প্রশ্নের উত্তর জানার অনেক দিনের শখ।

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।

—রবীন্দ্রনাথ

যদি দেশের নেতা হতাম

আলামিন সেখ (বি.এ., প্রথমবর্ষ)

যদি দেশের নেতা হতাম
থাকত মাথায় তাজ
রাজনীতি করতাম না আর
সেবিতাম সমাজ।
দেশ সেবার নামে যারা
করছে টাকা চুরি
শুলের ওপর চড়িয়ে তাদের
ফাটিয়ে দিতাম ভুড়ি।।
ভারতদেশে যোগ্যতা ছাড়াই
চাকরি বাকরি হয়
বিশ্বের কাছে তার জন্যই তো
ভারত পিছিয়ে রয়।।
ঘুষ ছাড়া কী কোনো কাজে
এগিয়ে যাওয়া যায় ?
দেশের লোক পিছিয়ে গেলে
দেশ পিছিয়ে রয়।।
জনগণের কাছে নেওয়া টাকা
জনগণের তরে
ব্যবহার না করে দেশের নেতা
আত্মস্যাত করে।।
টাকা খেলে ফাঁসি দিতাম
চুরি করলে জেলে
দেশের কাজে ঘুস খেলে
চড়িয়ে দিতাম শূলে।।
রাজনীতি দুর্নীতি দেশ থেকে
যেদিন চলে যাবে।
সেদিন থেকে ভারত দেশ
স্বর্গ সমান হবে।

তুমিই সেরা

অতনু রায় (বি.এস.সি, দ্বিতীয়বর্ষ)
রসায়ন বিজ্ঞান সাম্মানিক

চারিদিকে আজও তুমি অমর ওগো রবি
তুমি অতুলনীয় তুমি সহস্র প্রতিভার ছবি
তুচ্ছ মোরা, কিছু বলতে চাই না তাই
তুমি মোদের কবিগুরু, তোমায় প্রণাম জানাই
আশ্চর্য লেখনী তোমার আশ্চর্য তোমার সৃষ্টি
এমন কোনো দিকই নেই যেখানে যায়নি তোমার দৃষ্টি
তোমার কবিতা পড়ে আসে কান্না, আসে হাসি
জাগে প্রেম, আর তাই পড়তে ভালোবাসি
তোমার কবিতায় আছে দুঃখ-ব্যথা আছে যন্ত্রনা
তাই তো তুমি অতুলনীয়, তোমার তুলনায় হয় না
তোমার কবিতায় ফুটে ওঠে বাস্তব, বলে সমাজের কথা
তোমার লেখনী আবার বলে গ্রাম্য বধূর ব্যথা
তুমি হলে এমন সাগর যা পাড় হওয়া যায় না
রবি তুমি অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় রবি হয় না।
তোমার গল্পগুলো পড়ি যখন
আনন্দ হয় মনে তখন
ভাবি– তুমি তাই তো গৌরব
চারিদিকে তাই তো আজও তোমার এত সৌরভ
তোমার কথা বলার মতো ভাষা নেই যে আমার
ভারতমাতা জন্মদিক্ নতুন রবি আবার
তুমি আছ জগতজুড়ে আছে তোমার মান
করজোড়ে তোমার নিকট তাই করছি প্রণাম।

যদি ঈশ্বরকে দেখতে চাও তবে মায়াকে সরিয়ে ফেল।
—শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব

কৃষক

আলামিন সেখ (বি.এ., প্রথমবর্ষ)

কৃষক দেশের অন্নদাতা
কৃষক দেশের বল।
তবুও কেন ঝরছে শুধু
তাদের চোখের জল।।
বৃষ্টির জলে ভিজে তারা
রৌদ্দুরেতে পুড়ে
সোনার ফসল ফলায় তারা
সারা বছর ধরে।।
সারের দাম বেড়েই চলেছে
মাথায় চড়ে চড়ে
নেইকো তবুও ফসলের দাম
চলবে কেমন করে।।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
ভেজে বৃষ্টির জলে।
কেন তারা হচ্ছে শিকার
রাজ নেতাদের জালে।।
দেশের খাবার জোগায় কৃষক
পাইনা খেতে তারা
সেই কৃষকের জন্য কেন
হয়না কিছু করা ?
দেশের ফসল কালোবাজারি করে
করছে নেতারা ছল
আজও কেন ঝরছে শুধু
কৃষকের চোখের জল।

প্রশ্নের মুখে

তন্দ্রা মুখার্জী (বি.এ, দ্বিতীয়বর্ষ, সংস্কৃত সাম্মানিক)

শরৎরানী এল শিউলি নিয়ে,
পেঁজা তুলো মাথায় ঘোমটা দিয়ে,
আকাশে তাই সাদা মেঘের সারি।

সোনালী মাখা সেই রোদ্দুর,
শিউলির স্নানে দিক ভরপুর,
নদীর তীরে কাশফুলের ওই শাড়ি।।

আগে শোনা যেত আগমণীর ওই গান,
শরৎ আনন্দে ভরে যেত প্রাণ,
ভেসে আসত ঢাকের মিষ্টি বোল।

ধারাপাতে পড়ি সেই ছয় ঋতু,
তিন ঋতু আজ হারায় কোন্ হেতু ?
শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা তিনটি ঋতুর দোল।।

হারিয়ে গেছে আজ আগমণী,
শব্দ দূষণ আর ওয়েষ্টার্ন ধ্বনি,
গরীব কাঙাল নেইকো পূজোর প্যান্ডেলে।

এসে গেছে পূজো সাজ সাজ রব,
আলোর রোশনাই– এ মিলেছে যে সব,
যাচ্ছে হারিয়ে মনের মানুষ যুগের তালে তালে।

"Respect for teachers can not be ordered, it must be earned."

-S. Radhakrishnan

মন্দ কপাল

প্রীতম মিশ্র (বি.এস.সি, প্রথমবর্ষ)
রসায়ন বিজ্ঞান সাম্মানিক

কপাল দেখে গোপাল আমার কপাল ঠুকেছে
ফাটা কপাল দেখে আমার কাঁদতে লেগেছে।

হাত কামড়ে হাতের রেখা দ্যাখে খোকন সোনা
ভাগ্য আমার মন্দ অতি মিছে স্বপন বোনা।

যশের রেখা নেই কো মোটে অপমান তাই সাথী
আশায় আশায় থাকি বসে কাটবে কখন রাতি ?

বুধের ঘরে বন্ধ দুয়ার, রুদ্ধ আমার পথ
কলম দিয়ে মোড়াচ্ছে তাই আমার ভগ্নরথ।

বৃহস্পতি মোর অপ্রসন্ন শূন্য লাভের ঘর
সরস্বতীর বরে আমার লক্ষীদেবী পর।

শনির ঘরে ঋণের বোঝা, রবির ঘরে ফাঁকা
সারা জীবন বিশ্বাসে তাই খেয়ে গেলাম ধোকা।

হায় রে ব্রুচার্স, পিছন থেকে তুমিও মারো ছুরি
ঔরঙ্গজেব সঠিক ছিল মানছি ভুরি ভুরি।

বর্ষারানী

রেমন ঘোষ (বি.এ, প্রথমবর্ষ)

শুখনো নদী শুখনো পুকুর
জল নেই কো খালে বিলে
কাঁদছে মানুষ, কাঁদছে কুকুর
কাঁদছে গোরু গোয়াল ঘরে।
মাঠ গুলোতে জ্বলছে চিতা
ফসলগুলো পুড়ছে তাতে।
প্রতিদিনের জিনিসগুলোর
দাম বাড়ছে দিনে দিনে।
গরিব ঘরের মা বাবারা
কেমন করে আনবে ছিনে।
শূন্য হাতে যাচ্ছে ফিরে
ভিখারীরা রৌদ্র পুড়ে।
বর্ষা এবার এসো দেখি।
ভাষাও তোমার শীতল জলে।।

তোমার অপেক্ষা

শুভম দাস (বি.এস.সি, প্রথমবর্ষ)

পায়ে ব্যথা করছে না তো
শুনতে পাচ্ছ চোখের জল
ডেকে দেব ফুচকা-ওয়ালাকে
নাকি চলে যেতে পারবে বাড়ি
তুমি থাকবে না প্রিয়তমা
তুমি থাকবে না অনুপমা
শুধু থাকব আমি
একা এ প্রান্তরে, ধূসর অন্তরে
হৃদয় মাঝে জন্ম জন্মান্তরে।

স্বপ্নের ডাকটিকিট
বিক্রি হয়ে গেছে বিনামূল্যে
যদি চাও এনে দিতে পারি
একখানি রেলগাড়ি
চাও তো দিতে পার পাড়ি
রাতারাতি চাঁদের বাড়ি
ভোরটা কালচে, রাতের আকাশ
থেকে যাও অনন্যা বয়ছে বাতাস
ভোর হলে চলে যেও।

মেঘ জমাট বেঁধে গেছে
কুয়াশার কালো হাওয়া ঢেকেছে আকাশকে
তোমার বয়স অল্প
আমিও কাঁচায় বটি
কান্নার হয়তো প্রয়োজন ছিল
সেদিন আমায় বলতে পারতে
মেঘের আকাশ আবছা বাতাস
সেদিন সরে থাকতে পারতে
আমি থাকতাম তোমার পাশে।

আঠারোর মান

দেবযানী মণ্ডল (বি.এ., দ্বিতীয়বর্ষ)
বাংলা সাম্মানিক

আমার যখন দ্বাদশ শ্রেণি,
কবি সুকান্তের বাণী শুনি
মনে জেগেছিল বড়ো আশা
কিন্তু পরক্ষণে হয়েছিল নিরাশা
ভাবি, তখন আঠারোর ছিল স্বাধীনতা
কিন্তু এখন কাপুরুষতা।
প্রতিনিয়ত শুনি
আঠারোর নির্মম প্রতিধ্বনি
বহু মা বোনের ইজ্জত
করছে তারা ধূলিসাৎ।
এরা, আঠারোর মান রাখতে পারেনি
বহুনারী নিগ্রহ দেখে
পিছল হয়ে তবু এগোয়নি,
আমিও আঠারোর একযাত্রী
কবি সুকান্তের বাণী
যারা মান দেয়নি
তারা চির ঘৃণার প্রার্থী।
তবুও, আঠারোর কিছু আছে দান
বহু ঘাত প্রতিঘাতেও এদের
করতে হবে সম্মান।
সবাই আঠারোকে সমান ভাবে দেখেনা
কেহ দেখে তাতে নিষ্ঠুর অবমাননা
কেহ দেখে, দ্রারিদ্রের যন্ত্রণা
তবুও, আঠারোর জয়ধ্বনি থামবে না।

বন্ধুত্ব

গণেশ চন্দ্র ঘোষ (বি.এস.সি., দ্বিতীয়বর্ষ)

হেরে গেছি আমি ভালোবাসার খেলায়
শ্রান্ত ক্লান্ত পরাজিত এক সৈনিকের মতো
আজও আমি খুঁজি চলি নিজের অস্তিত্ব।
জীবন আছে শুধু মরতে পারিনি বলে
ভুলে গেছি বেঁচে থাকা কাকে বলে।
পুরোনো সেই দিনগুলো স্মৃতি ছাড়া
জীবনের ফাঁকা ঘরে আর কিছু নেই পড়ে।
তবু হাসি ! বুকের ব্যথা লুকিয়ে রেখে
দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম অনেকবার
ভুলে যাবো তোমায়–
মুছে দেব তোমার ছবি মন থেকে পারিনি
এখন শরতের শিশিরের শব্দে
নয়তো বা বসন্তের কোকিলের ডাকে।
মনের এক কোণে ভেসে উঠে
তোমার প্রতিচ্ছবি
তুমি মায়াবিনী, হৃদয়হীনা
ভেবেছিলাম আর তোমায় নিয়ে ভাবনো না।
তবু যখন বৃষ্টি ঝরা বিকেলে
ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে একমনে চেয়ে থাকি
ভিজে ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখিদের দিকে
মনে পড়ে যায় তোমাকে
হা হা করে উঠে মন
সকলের অলক্ষে ঝড়ে যায় দু ফোঁটা
চোখের জল।
বন্ধু
আমি তো অন্যায় করিনি কিন্তু
শুধু তোমায় ভালোবেসেছিলাম নিঃস্বার্থভাবে
সমুদ্রের মতো গভীর নীল আকাশের মতো
সীমাহিন ছিল আমার ভালোবাসা।
দুঃখ পেয়েছি। তবু তুমি ভালো থেকো
আমি বেঁচে আছি
শুধু তুমি বেঁচে আছো বলে।

কলঙ্কিত সমাজ

অভিজিৎ দে (বি.এ., প্রথমবর্ষ) ভূগোল সাম্মানিক

শোনো.... তেমরা আমার বিয়ে দিয়োনা....
আমি লেখাপড়া করতে চাই... ।
চিৎকার করে বলেছিল মেয়েটি ।
কিন্তু না ! কেউ তার কথায় কর্ণপাত করেনি সেদিন ।
ষোলো বছরের এই নব কৈশর মেয়েটির সাথে
বত্রিশ বছরের এক চাকুরিজীবি ছেলের বিয়ে ঠিক করল
বাপ-মা । আর বিয়েও হয়ে গেল খুব শিঘ্রই ।
সমাজ, আইন, প্রশাসন কেউই কিছু করল না ।
এটাই স্বাভাবিক । এখন সে নববধূ । কারণ-
কবি বলেছেন– "ফুল ফুটুক না ফুটুক তবু আজ বসন্ত" ।
কিন্তু নব দম্পতির এই বসন্তকে গ্রীষ্মের প্রবল
রাক্ষসরূপি কালবৈশাখি ঝড়ের জগঝম্পের মত
সবকিছু উলোট পালট করেছিল মুহূর্তের মধ্যেই ।
মাস পেরোতে না পেরোতেই ঘটে গেল
সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ।
অফিস থেকে ফেরার পথে রোড অ্যাক্সিডেন্টে
মারা গেল ছেলেটি ।
ভারের শিশিরে ভেজা সদ্য পুষ্পিত মেয়েটি
এখন একা । সমাজ কেড়ে নিয়েছে
তার রঙিন বসন, হাতের শাঁখা, সিঁথির সিদুর,
আর পড়িয়ে দিয়েছে একখানা সাদা থান ।
হাজারেরও বেশি নিয়ম কানুন
চাপিয়ে দিয়েছে ঐটুকু একটা নিষ্পাপ
মেয়ের কাঁধে ।
এখানেই শেষ নয় গল্পটি
একদিন শাশুড়ি মায়ের অনুমতি পেয়ে
বাইরে বেরিয়েছিল মেয়েটি । আর তখনই
কালো মুখোশ পড়া কয়েকজন যুবক
এক ঝটকায় খুলে নিল তার শরীরের বসন ।
একটা সদ্য বিধবা, কৈশর, নগ্ন মেয়ে
চিৎকার করছে– বাঁচাও..... বাঁচাও.....
তোমরা আমায় ছেড়ে দাও..... ।
কিন্তু না ! আজও তার কথায় কেউ কান দিলনা,
যা ঘটার নয় তাই ঘটল
মেয়েটির জীবনে । সমাজ মুখ ফেরাল
তারে থেকে । সে এখন সমাজ পরিত্যক্তা ।
কী এমন দোষ করেছিল ঐ নিষ্পাপ
সবল মেয়েটি ? তার এই অবস্থার জন্য
দায়ী কে, স্বার্থপর সমাজ না কি
নিষ্ঠুর কলুষিত বাপ-মা ? না !
নীরব সমাজ এর উত্তর দেয়নি আর তা
কখনো দেবেও না ।
শুধু এই মেয়েটি নয় - কাশ্মির থেকে কন্যাকুমারি,
গুজরাট থেকে বাংলায় শত শত মেয়ের
জীবনে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ।
আমরা কী পারিনা এই নিষ্ঠুর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন
সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ?

মানুষ

মোনালিসা রায়চৌধুরী (বি.এ., দ্বিতীয়বর্ষ)

শিক্ষিত মানুষে ভরে গেছে দেশ
তায় তো মায়ের এমন মলিন বেশ ।
মা বলে জানো তোমরা
আমার খোকা ফাস্ট হয়েছে ।
সেই কারণে তো তোমার এই হাল হয়েছে ।
তুমিই তো তৈরি করেছো এই মন্ত্র,
দিয়েছো টাকা রোজগার এর যন্ত্র ।
বলেছো হতেই হবে ডাক্তার,
তা নইলে মার পরবে জোড়দার,
ডাক্তার হয়েছে তো তোমার খোকা,
কিন্তু সে আজ নয় মোটেও আর বোকা,
চালাকি এমন পর্যায়ে পৌছেছে ।
যে তোমার বাস বৃদ্ধাশ্রমে করেছে ।
দোষ দিয়ো না পরের মেয়েকে,
তুমি-ই তৈরি করেছো তোমার খোকাকে,
কখনও বলেছ মানুষ হও ভালো মনের ?
সব সময় তো বলেছো বর হও ভালো কণের ।

নিম্নশ্রেণী

চন্দন দাস

"সমাজের যারা মাথার উপরে
করছে তারাই পাপ
দরিদ্র মানুষের পেঠে লাথি মেরে
কেড়ে নিচ্ছে তাদের দু-মুঠো ভাত"।

"শ্রমিক, কৃষক, কামার, ছুতোর
তাঁতি ও মেথর",

"এরা বৃক্ষ বড় বড়
বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে মরে
কিন্তু তার নীচের সমাজকে
অবরল, ছায়া প্রদান করে",

"তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
করছে অবিরত প্রচুর কাজ
তবুও 'এ' সমাজ তাদের নাম
দিয়েছে, 'নিম্নশ্রেণী' আজ"

"রঙিন সমাজের ছায়া হয়ে,
অন্ধকারে রয়েছে বেঁচে,
দু-বেলা খাওয়াটাই যেন
দুঃস্বপ্ন তাদের কাছে।"

"হাড় ভাঙা খাটুনির পরও,
জোটেনা তাদের খাবার,
কারণ, ওই হিংস্র পশুর দল
সেখানে, হানা দেয় যে বারবার"।

"সমাজে ওদের নেই কোনো দাম,
যেন, হয়ে আছে ক্রীতদাস,
ঋণের দায়ে বিকিয়ে গেছে
তাদের প্রতিটি অন্নগাস"।

"এত কষ্ট সহ্য করেও পড়ে তারা আছে
যেন, কোনো সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
প্রতিবাদী কোনো চাপের ফলেই
বিস্ফোরণ হবে তাড়াতাড়ি"।

"জাগবে যেদিন তারা,
ওই নর পিশাচদের নড়বে ভীতি,
ধ্বংস হবে সোনার মহল
রক্তচোষা রীতিনীতি"।

"উঠবে, উঠবেই সূর্য,
দিগন্তের কোণে সেদিন,
অত্যাচারীকে নিঃবংশ করে,
সমাজ, সাম্যের গানে হবে লীন"।

মা

চিন্তা ঘোষ (বি.এ., প্রথমবর্ষ)

মা তোমার গর্ভে জন্ম নিয়ে,
দেখলাম তোমার মুখ।
তোমায় যেন দিতে পারি মাগো,
সারা জীবন সুখ।।
কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়ে মা,
আমায় তুমি করলে বড় কিছুই জানি না।।
কত আশা, ভালোবাসা দিয়ে বিসর্জ্জন।
জুগিয়েছ জানি মাগো শুধু আমার মন।।
মুখ দেখে মনের কথা বুঝে নাও মা তুমি।
তুমি আমার কাছে যেন অন্তরজামি।।
পৃথিবীতে তোমার চেয়ে আপন কেহ নাই।
সুখে দুঃখে তোমার বুকে পাই যেন ঠাঁই।।
ইস্কুলে থেকে ফিরতে দেরি, হয় যদি কখনও
তুমি তখন বসে থাক ব্যস্ত হয়ে তখনও।।
হারিয়ে যাবার ভয় নাই, নাই আগের মত।
যদিও আমি তোমার কাছে তোমারও সেই খুকু।
আমায় নিয়ে চিন্তা তোমার করে দাও মা শেষ
আমি এখন আগের থেকে বড় হয়েছি বেশ।

স্বাধীনতার উত্তরণ

মৃন্ময় ঘোষ (বি.এ., তৃতীয়বর্ষ) ইতিহাস সাম্মানিক

হে ভারতবাসি কখনও যেন ভুলোনা কীভাবে
আমরা হলাম স্বাধীন
শত শত মায়ের কোল খালি করে জ্বলেছিল
ঘরে ঘরে স্বাধীনতার আলো
কত রাস্তা প্লাবিত হয়েছিল শহিদের রক্তদানে
আজও তার চিহ্ন রয়েছে-
ভারত মায়ের মনে।

পলাশির প্রান্তর হারলেন নবাব
দুশো বছর লেগে গেল দিতে তারই জবাব
চারিদিকে হাহাকাজ ঝড়ে অশ্রুজল
ভয় নেই রাত্রি পোহাবে
উঠবে সূর্য কাল।

এমনি করে কাটবে রাতি
ঘরে ঘরে উজ্জ্বল বাতি
অন্ধকারটা যাবে ঘুঁচে
দুলবে হাওয়ায় পাল।

একশ বছর কাটার পরে
ভারতমাতা তরোয়াল ধরে
সিপাহীরা নিলেন পন
ভাঙতে ওদের গুপ্তধন
মাথায় ছুঁইয়ে মায়ের চরণ
লক্ষ্মীরানি দিলেন শরন
চোখের জলটা গেল মুছে
ভারত উত্তাল।

বিংশ শতক বিদ্রোহ চারিদিকে
জাগে প্রতিজ্ঞা অন্ধ চোখে
অত্যাচারের লোহার শিকল
ভেঙে ওরা করল বিকল
এখানে সেখানে রক্তের ফুল ফোটে
গর্জে ওঠে আকাশ শহিদের ডাকে
সেই দিন নেইকো আর দেরি
ইঙ্গিত দিয়েছে মহাকাল।

জীবনের টান দূরে ফেলে
মুক্তির নেশায় দলে দলে
থাকব না আর পরাধীন
করেছি অঙ্গীকার
মৃত দেহের এ বাধা ঠেলে
দেব অজেয় রাজ্য পার
সদ্য কুঁড়ি উঠবে ফুটে
ভোরের রবি লাল।

ভগৎ, গান্ধী, সুভাষ, ক্ষুদিরাম
জালিয়ানওয়ালাবাগ হতে বীর চট্টগ্রাম
বিপ্লব ! বিপ্লব ! 'ভারত ছাড়ো'
জাতীয় গান গেয়ে পতাকা ধরো
জরা গ্রস্ত শীতের পাতা করবে পদাঘাত
কাটা আছে সর্বনাশের খাল।

অবশেষে ভেঙে গেল মুক্তির দ্বার
বেজে উঠল রণডঙ্কা বজ্র ঝংকার
উচ্ছলিত চঞ্চল পবনে
উৎসবের বাঁশি বাজে গগনে গগনে
সমস্ত বিশ্ব যখন নিদ্রামগ্ন
ভারত রয়েছে আবেগে ও অনুভূতিই আচ্ছন্ন
এ ভাবেই আমি, তোমারে নমি
কবিতার সুরে লিখি
স্বাধীনতার উত্তরণের কাল।।

Missing the Spring Time

Chandrima Roy (B.A. 1st Year) English Honours

Don't be sad my friend,
Spring is comeing soon
Listen, the creak of grasshopper
In the light of the shining moon.
I will be all yours
When you will be mine.
I'll take you far away
Where you'll create to shine.
Don't be meshed up with summer
it will take away your hope to live,
Wait for the enchanting spring
I'll give a flower which you love to keep.
The spring is like a lover
with the love for us
It is not that too far
The Nature will keep your trust.
Here's the spring coming now.
Have many many funs
Children're out with a great wow !
Nature keeps the promise,
For you, may dear, any how !

My World

Priyantan Ghatak (B.A., 1st Year)

Everything has gone
and I'm still all alone,
in the unique way of my life
my destiny wasn't time
I'm crying everyday alone at night,
nobody can say It's not right.
don't (you) judge of my composure,
Cause I'm a loser !
I feel my agony inside
Can't said to thee,
everyday I sit
and asked to me ;
What was the wrong of me ?

The Visible God "Tendulkar"

Kushal Roy (B.A., 1st Year)
Mathematics Honours

1973, 24 april is very famous date,
Rate of money increased highly in share market.
This is called the world cricket day,
Action of god directs the cricket in a new way.
This god is not visible as wind,
We can see him every moment every time in our mind.
When he hits the ball it goes too far,
He is Sachin Ramesh Tendulkar.
When he comes in the field, crowd shouts- "Sachin, Sachin"
Bowlers prays to God, "please save us from pain."
When his "flicks" make the ball go over the boundary,
People imagine that our God washing the bowlers in the laundry.
His sweep and paddle sweep make crowd so much loud
At that time we the Indian became very much proud.
When he cuts the ball through the covers
We enjoy the agony of bowlers.
When the bowler fails to ball as the strategy of the skipper
Our master blaster cuts the ball over the head of the wicket kipper.
His imagine that the ball is going to be fish fry.
He saved India from shameless defeat for many times
After watching him criminals forget to commit
His desert storm innings in Sarjah makes me to happy
That I foget to use my lappy
He broke all t he records and became the no. 1 champion
We call him the great Indian lion
Previous years his 200th test match he got retired
My heart broke and I was fried
I cried for a week and became sick
Then I watched his videos by mouse click
He ended his career in cricket
But I will alwats save his wicket
He is attached to out soul to soul
To watch Sachin's batting, our life's main goal.

To State the State of the State

A.K. Datta Roy

What's the vision
what's the mission ?
what's the reason
Behind the ceasation,
of viewing in the reason,
the world around,
the sky above, and below, th ground ?
How's it possible the world's mad ?
How's it possible the world's sad ?
How's it possible the good come first then the bad ?
How's polities corrupt, that disrrupts,
The common life with abrupt,
Policy change, with
Things beyond prople's means and range ?
Who's who ?
What to do ?
How do detect ?
How to effect ?
Rules of law,
Amidst the system totally raw ?
In the state that for even calousness saw ?

"A teacher affects eternity, he can never tell where is influence stops."
-Henry Brooks Adams

ছাত্র-সংসদের উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গনে উন্নয়নের খতিয়ান

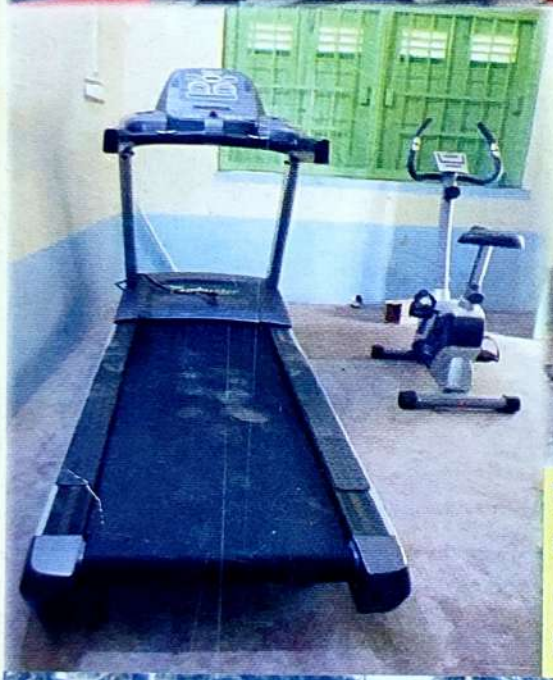

সম্মানীয় বিধায়ক, অপূর্ব সরকার মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অতি শীঘ্রই (জানুয়ারী মাস) চালু হতে চলেছে জিম্ন্যাসিয়াম সেন্টার।

বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতা